সংবাদ

তারিখ: 27 SEP 2017 পৃষ্ঠা ... ৭১ ... কলাম ... ৬

রামুর গর্জনিয়া বিদ্যালয় অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে

প্রতিনিধি, নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান)

কক্সবাজারের রামুর গর্জনিয়া উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৭৫ সালে রূপ নেই পরিপূর্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক ব্যাচের শিক্ষার্থীরা দেশের নানা প্রান্তের বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে পড়াশোনা ও চাকরি করছে। তাদের মধ্যে দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সম্প্রতি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় মিলনমেলা অনুষ্ঠান। এ সময় অনেকে হারিয়ে যান শৈশবের সোনালি স্মৃতির রাজ্যে। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে চলে অতিথি, ছাত্র-শিক্ষক ও সহপাঠীদের তুমুল আড্ডা। সকালে জাতীয় সঙ্গীতের সুরে সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয় এই মিলনমেলা। এর পর একে একে চলে আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি, স্মৃতিচারণ, প্রীতিভোজ ও সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও আকর্ষণ ছিলেন বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র, লক্ষ্মীপুরের সহকারী জজ মাইনুল ইসলাম লিপু। তাকে উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। তিনি বক্তব্যে বলেন, 'প্রিয় শিক্ষকদের অবদানের কারণে এতদূর পৌঁছা। শিক্ষার্থীদের শুধু সার্টিফিকেট অর্জন করলে চলবে না। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে গর্জনিয়ার ছাত্র ছিল দু'একজন। বর্তমানে অসংখ্য শিক্ষার্থী দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। গ্রামের কৃষক-শ্রমিকের সন্তানদের সঠিক গাইড লাইন দিলে তারাও সফলতার শীর্ষে পৌঁছাতে পারবে।' বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ও অনুষ্ঠানের সভাপতি তৈয়ব উল্লাহ চৌধুরী বলেন, '১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ-ভারত আমলে প্রখ্যাত জমিদার হাকিম মিয়া চৌধুরী, অজপাড়াগায়ে উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়। ১৯৭৫ সালে রূপ নেয় পরিপূর্ণ উচ্চবিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাকিম মিয়া চৌধুরীর ছেলে বৃহত্তর গর্জনিয়ার প্রয়াত চেয়ারম্যান ইসলাম মিয়া চৌধুরী ও ইলিয়াছ মিয়া চৌধুরীও অবদান রেখেছেন। সেই থেকে আজ অবদি এটি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি আশা রাখেন যে, শুধু হান্নান বা লিপু নয় গর্জনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে লেখাপাড়া করা শত শত শিক্ষার্থী- আসামিতে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি দেশের কল্যাণেও কাজ করবেন। এগিয়ে আসবে রাজনীতিতেও।' অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এএইচএম মনিরুল ইসলাম বলেন, তরুণ প্রাক্তন ছাত্রদের এই আয়োজনে তিনি অভিভূত। ইসলামি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট এজিএম কামরুল ইসলাম প্রধান আলোচকের বক্তব্য দেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক আবুল কাশেম মো. ফজলুল হক বলেন, 'গর্জনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাস অনেক পুরনো। রামুতে খিজারি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরেই দুর্গম এলাকায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নিজেকে তৈরি করতে হবে। মেধার ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে সবার মনকে শাণিত করতে হবে। আর মিথ্যা কথা বলা পরিহার করতে হবে। আমরা চায় ভালো মানুষ।' অনুষ্ঠানে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়ে সবার হৃদয়ে স্থান করে নেন- বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও হাটহাজারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রভাষক সাহাব উদ্দিন। তিনি বলেন, 'স্বপ্ন দেখতে হবে জেগে জেগে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নয়। সমালোচনাকে আলোচনায় পরিণত করতে হবে। চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করলে অবশ্যই সফলতা আসবে।

রামপুর গর্জনিয়া উচ্চবিদ্যালয়ে সাবেকদের মিলনমেলা কর্মসূচিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন –সংবাদ

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর